ফের গ্রেপ্তার বিজেপি নেতা আনিসুর রহমান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া ঃ তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় ফের গ্রেপ্তার পাঁশকুড়ার বিজেপি নেতা আনিসুর রহমান। দিন কয়েক আগেই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন আনিসুর রহমান। তার বিরুদ্ধে দুটি মামলা ছিল। জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। এরপর ফের তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে তৃণমূল। অভিযোগ, পাঁশকুড়ায় বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষের সময় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি কুরবান আলি সাহাকে মারধর করেছেন আনিসুর। ওই সংঘর্ষের ঘটনায় বিজেপি ও তৃণমূল দুপক্ষের ছজন আহত হয়েছেন। প্রত্যেকেই পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার ঠিক আগের দিন রবিবার বিকালে ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাঁশকুড়ায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়ায়। বিকালে পাঁশকুড়ায় চলে তৃণমূলের বাইক মিছিল। আর এই বাইক মিছিলের মাঝে বিজেপি নেতা আনিসুর রহমান তার বিএড কলেজে গাড়ি করে প্রবেশ করার সময় মিছিলের মধ্যে পড়ে যায়। অভিযোগ, মিছিল রাতুলিয়ার দিকে যাচ্ছিল সেই সময় আনুসুরের লোকেরাই আক্রমণ চালায়। এই ঘটনায় তৃণমূল নেতা কুরবান শাহসহ বেশ কয়েকজন জখম হন। কুরবানবাবুর মাথায় চোট লেগেছে বলে দাবি করেন তৃণমূল নেতা দীপ্তি জানা। তিনি আরো জানান, অনেক কর্মী সেই সময় ছত্রছাড়া হয়ে যায়। যার ফলে ঠিক এই মুহূর্তে কতজন জখম সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে অনেকেই জখম হয়েছে। এদিন ঘটনার বেশকিছুক্ষণ পর পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। তবে মনোনয়নের আগেই নতুন করে উত্তেজনায় পাঁশকুড়া জুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ দেখা দিয়েছে। পুলিশ তৃণমূলের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করেছে আনিসুর রহমানকে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। বিজেপি-র অভিযোগ, তৃণমূলের বাইক মিছিল থেকে আক্রমণ চালায় আনিসুর রহমান-সহ আরো বেশকয়েকজনের ওপর। ভাঙচুর করা হয় তার বিএড কলেজের ওপর। এই ঘটনায় আহত হয় বেশকয়েকজন। এই ঘটনার তীব্রনিন্দা করেন পাঁশকুড়ার প্রাক্তন বিধায়ক চিত্তরঞ্জন দাশঠাকুর। তিনি বলেন, বিজেপি আমাদের মতাদর্শের নয়। তবুও এই নেতার ওপর আক্রমণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গিয়ে ভাঙচুর করা এটা সমর্থনযোগ্য নয়। যে কোন দল রাজনৈতিকভাবে লড়ুক। পেশিশক্তি দেখিয়ে, আক্রমণ চালিয়ে কখনো এলাকায় শান্তি থাকতে পারেনা।

বিজেপির জেলা সম্পাদককে মারধর

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামজীবনপুর ঃ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে পশ্চিম মেদিনীপুর বিজেপির জেলা সম্পাদককে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আহত অবস্থায় জেলা সম্পাদক সুশান্ত মন্ডলকে ক্ষীরপাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। চন্দ্রকোনা ১ ব্লকের ক্ষীরপাই বিডিও অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার অতিরিক্ত দিনে ঘটেছে ঘটনাটি। জানা গেছে, চন্দ্রকোনা ১ ব্লকের বেশিরভাগ বুথেই মনোনয়নপত্র জমা করেছে বিজেপি। মনোনয়ন জমা নেওয়ার প্রথম দিন থেকেই বিজেপি প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা করছে। সেই সময় কোনোদিন তাদের বাধা দেয়নি কেউ। কোর্টের রায়ে ১ দিন মনোনয়নপত্র জমা করার অতিরিক্ত দিন পেয়ে সোমবার কয়েকজন বিজেপি প্রার্থী বিডিও অফিসে যায়। প্রার্থী ও কর্মীদের সঙ্গে সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন সুশান্তবাবু। সেই সময় তৃণমূলের লোকজন জিজ্ঞাস করে, তারা এখানে কি করছে। প্রার্থী নমিনেশন করছেন বলতেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁদের বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। সুশান্তবাবুর জামা ছিঁড়ে দেওয়া হয় ও বেধড়ক মারধর করা হয়। বিজেপির ঘাটাল মহকুমা সম্পাদক রতন দত্ত বলেন, ক্ষীরপাই বিডিও অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গেলে আমাদের জেলা সম্পাদককে মারধর করা হয়েছে। তিনি এখন চিকিৎসাধীন। এছাড়াও ঘাটাল ও দাসপুরে আমাদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে ঢুকতেই দিচ্ছে না তৃণমূলের লোকজনরা।

দিঘায় তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সৈকত শহরে প্রকাশ্যে দিঘা থানার সামনে লাঠিসোটা, লোহার রড, শাবল, গাঁইতি নিয়ে তৃণমূল হোটেল ব্রোকার ও গাইডদের সাথে বিজেপির ব্রোকার, কর্মীদের সাথে সংঘর্ষ। পুলিশ সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে। গোটা ওল্ড দিঘা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পর্যটকরা এই ঘটনায় আতঙ্কিত। উভয় পক্ষের আহত ৬ জন। আহতদের মধ্যে বিজেপির ৩ ও তৃণমূলের ৩। দিঘা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযোগ, তৃণমূলের ব্রোকার গাইড সংগঠনের কিছু যুবক বিজেপিতে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। তাঁরা দলে যোগ না দিলে বিজেপির দিঘার নেতা অনির্বাণ চন্দ তার দলবল নিয়ে হুমকি দেয়। দলে যোগ না দিলে তাদের মারধর করে কেটে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবে হুমকি দেয়। এরপর দিঘার তৃণমূল নেতৃত্ব অম্বিকা জানা ও অশোক চন্দরা থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে পরে বিজেপির রামনগর মন্ডল সভাপতি তপন মাইতির নেতৃত্বে পাল্টা তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে যাওয়ার সময় থানার সামনেই দুই পক্ষের সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। ধুন্ধুমার মারামারির ফলে দিঘায় যান চলাচল বিঘ্নিত হয়। আহত তৃণমূলের অম্বিকা জানার অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে রেফার করা হয়েছে। দিঘার এমন গন্ডগোলের জেরে সেকেন্ড দার্জিলিং হল কিনা এই নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

শিক্ষকদের অসহযোগিতায় জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিতে পারলো না আট ছাত্রছাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর ঃ পরীক্ষাকেন্দ্রে দায়িত্বে থাকা শিক্ষকদের অসহযোগিতায় এবছর পরীক্ষা দেওয়া হল না রাজ্য জয়েন্ট এন্টান্সের আট ছাত্রছাত্রীর। খড়গপুরের হিজলি পরীক্ষাকেন্দ্রে কয়েকশো পরীক্ষার্থীর সিট পড়েছিল। সেই অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে আসে। কিন্তু তাদের মধ্যে ৮ পরীক্ষার্থী সময়ে এলেও সঙ্গে অরিজিনাল পরিচয়পত্র আনেনি। তাদের সঙ্গে ছিল পরিচয়পত্রের ফটোকপি। এদিকে সময়মতো পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। তাই গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অরিজিনাল পরিচয়পত্র না থাকায় ওই আট ছাত্রছাত্রীকে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। তাদের দাবি, বাড়ি থেকে অরিজিনাল পরিচয়পত্র আনতে বলা হয়। সেইমতো তাদের অভিভাবকরা তা নিয়ে আসেন। কিন্তু অভিযোগ, তখন ইতিমধ্যেই পরীক্ষার ৫ মিনিট কেটে গেছে। তাই আর ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। অনেক অনুনয় বিনয় করা হলেও গেট খোলেননি নিরাপত্তারক্ষীরা। এছাড়াও পরীক্ষাকেন্দ্রে থাকা শিক্ষক তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলেও অভিযোগ পরীক্ষার্থীদের।

বেলপাহাড়িতে তৃণমূলের জনসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ যারা পঞ্চাশ বছরেও আদিবাসী, সাঁওতাল সমাজের কোনও উন্নয়ণ করেনি। এখন তারা আদিবাসী সাঁওতাল সমাজকে ভুল বুঝিয়ে বিপথে চালিত করার চেষ্টা করছে। এভাবে সিপিএম, বিজেপিকে এক হাত নিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অজিত মাইতি। তিনি বলেন, আজ আদিবাসী মানুষজনকে বিভ্রান্ত করছে সিপিএম, বিজেপি। আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আদিবাসী সমাজের উন্নয়ণের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি তাঁর উপরে আস্থা রেখেছেন। তাই আজ যারা মিথ্যা রটনা করছে তারা আর যাই হোক মানুষের পাশে নেই মানুষও তাদের পাশে নেই। শনিবার বেলপাহাড়ির প্রত্যন্ত এলাকা চাকাডোবাতে তপশিলি জাতি, উপজাতিদের নিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রথম জনসভা থেকে ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের সভাপতি অজিত মাইতি আদিবাসীদের জন্য রাজ্য সরকার যে উন্নয়ণ করেছে তা তুলে ধরে বিজেপি, সিপিএমকে ঝুঁশিয়ারি দিয়ে একথা বলেন। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের এসটি এসসি সেলের ডাকে বীনপুর ২ ব্লক তথা বেলপাহাড়ির প্রত্যন্ত গ্রাম চাকাডোবাতে এক প্রকাশ্য জনসভা হয়। এই জনসভা থেকে বীনপুর ২ ব্লকের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিভিন্ন আসনের প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করেন জেলা তৃণমূলের নেতৃত্ব। এক সময় মাওবাদীদের আতুরঘর বলে পরিচিত বেলপাহাড়ির এই চাকাডোবা মাওবাদীদের সন্ত্রাস দেখেছে। দেখেছে হার্মাদের তান্ডব। আদিবাসী অধ্যুষিত এই অঞ্চল বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে দেখেছে উন্নয়ণের জোয়ার। এই প্রেক্ষিতে বিজেপির পক্ষ থেকে বারবার প্রচার করা হচ্ছে এই সরকার আদিবাসীদের বঞ্চিত করেছে। তৃণমূল নেতৃত্ব এদিন চাকাডোবার সভা মঞ্চ থেকে উন্নয়ণকে হাতিয়ার করে বিজেপি, সিপিএমের অভিযোগ নস্যাৎ করছে। এদিন চাকাডোবার সভা মঞ্চ থেকে বীনপুর ২ ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলাপরিষদের প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করেন নেতৃত্ব। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন আসনের প্রার্থীরাও। এদিনের শাসকদলের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষ্যে প্রথম বড় জনসভাটি হয়। আর এই জনসভায় উল্লেখযোগ্যভাবে কয়েক হাজার মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। মহিলাদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো ছিল। দলীয় ঝান্ডা হাতে হাজারো মানুষ এদিন মিছিল করে দলে দলে সভায় যোগ দিয়েছিলেন। দুপুর থেকেই সভাস্থলে মানুষজন আসতে শুরু করেন। বেলপাহাড়ির বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কর্মী, সমর্থক এসেছিলেন সভায় যোগ দিতে।

বাহা মাঃ মঁড়ে বঙ্গা পুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রাম আদিবাসী মার্কেট ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির পরিচালনায় দুদিন ধরে পালিত হল 'বাহা মাঃ মঁড়ে বঙ্গা' পুজো। এবছর বাহা মাঃ মঁড়ে বঙ্গা ৩৬তম বর্ষে পা দিল। ঝাড়গ্রাম শহরের রবীন্দ্র পার্কে শনিবার এবং রবিবার দুদিন ধরে মহা সমারোহের সাথে পালিত হল এই পুজো অনুষ্ঠান। সকলের কল্যাণে এবং আগামীতে আরো ভালো ফসলের কামনায় এই পুজো অনুষ্ঠান আদিবাসী মানুষজনের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সারা বছর ধরে এই দিনটির অপেক্ষায় থাকেন আদিবাসী সমাজের মানুষজনেরা। দূরদূরান্তের আত্মীয়, পরিজন, বন্ধু-বান্ধবেরা মিলিত হন এই পুজোকে কেন্দ্র করে। অতি পবিত্র এই পুজো অনুষ্ঠান ঘিরে এক সাংস্কৃতিক আবহ তৈরি হয় ঝাড়গ্রাম শহরে। ঝাড়গ্রাম শহরের রবীন্দ্র পার্কে আদিবাসী পুরুষ, মহিলারা নিজেদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে ধামসা, মাদলের বোলে মেতে ওঠেন। ঝাড়গ্রাম আদিবাসী মার্কেট ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির পরিচালনায় দুদিন ধরে চলে বিশেষ এই পুজো। রবিবার এই পুজো অনুষ্ঠান ঘিরে একটিমাত্র পেয়েছিল অরণ্য শহর ঝাড়গ্রাম। এদিন সকাল আটটা নাগাদ শহরের আদিবাসী মার্কেট থেকে আদিবাসী মহিলা, পুরুষেরা মাথায় ঘট নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে পাঁচমাথা মোড় হয়ে রবীন্দ্র পার্কে পৌঁছায়। সেখানে জাহের থানে শুরু হয় পুজোকে কেন্দ্র করে নানা অনুষ্ঠান।

সারা দিন ধরে চলে পুজো অনুষ্ঠান। কেবলমাত্র আদিবাসী মানুষজনই নয় সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধির কামনা করা হয় এই পুজোতে। প্রকৃতির এই পুজোতে সামিল হয় ঝাড়গ্রাম শহরের অনেক বিশিষ্ট মানুষজন। সব মিলিয়ে দুই দিন ধরে আদিবাসী সমাজের এই পুজো অনুষ্ঠানকে ঘিরে মিলনের বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম আদিবাসী মার্কেট কল্যাণ সমিতির সম্পাদক যজ্ঞেশ্বর হেমরম বলেন, এই পুজোর মাধ্যমে সকলের সুখ, সমৃদ্ধি কামনা করি। আগামী দিনগুলি যাতে সকলের ভালোভাবে অতিবাহিত হয় তার জন্য কামনা করি। তবে এদিন রবিবার ছুটির দিনে একটা আলাদা মাত্রা পেয়েছিল এই পুজো। পুজোকে কেন্দ্র করে আট থেকে আশি সকলের মধ্যে ছিল উৎসাহ।

অ্যাম্বুলেন্স চালকদের গন্ডগোলের জেরে সমস্যায় রোগীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা কারা দেবে? তা নিয়ে গন্ডগোলের ফলে সমস্যায় পড়তে হয় রোগী ও তাঁদের পরিজনদের। গোয়ালতোড়ের বাসিন্দা এক রোগীকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্স আসে। অভিযোগ, রোগীকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার পর পথ আটকে দাঁড়ায় হাসপাতালের মধ্যে থাকা অন্য অ্যাম্বুলেন্স চালকরা। আর এটা নিয়েই গন্ডগোলের সূত্রপাত। হাসপাতালে আসা অন্য অ্যাম্বুলেন্সের উপরেও নজরদারি চালানো হয় বলে অভিযোগ। বাইরে থেকে আসা অনেক অ্যাম্বুলেন্স চালকের সঙ্গে হাসপাতালের মধ্যে থাকা অ্যাম্বুলেন্স চালকদের বচসাও হয়। এক অ্যাম্বুলেন্সের মালিক বলেন, হাসপাতাল থেকে রোগী নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম আছে, সেগুলি না মেনে অবৈধভাবে বাইরে থেকে আসা অ্যাম্বুলেন্সগুলি রোগী নিয়ে যাচ্ছে। নিয়ম আছে, বাইরের কোনও অ্যাম্বুলেন্স হাসপাতাল থেকে রোগী নিয়ে যেতে পারবে না। একটি গাড়িতে একটি রোগীর বেশি নিয়ে যাওয়া চলবে না। কিন্তু, সেসব নিয়ম মানে না ওইসব অ্যাম্বুলেন্সের মালিকরা। আমাদের পেটে সরাসরি লাথি মারা হচ্ছে। অমর রানা নামে রোগীর এক আত্মীয় বলেন, রোগী-সহ গাড়ি আটকে দেয় হাসপাতাল চত্বরে থাকা অ্যাম্বুলেন্স চালকরা। ওরা বলে, আমাদের ধর্মঘট। তাই তোদেরও ধর্মঘট। কোনও গাড়ি চলবে না।

গন্ডগোলের জেরে সমস্যায় পড়তে হয় বহু রোগী ও তাঁদের পরিজনদের। তাঁদের বক্তব্য, এই সমস্যার যত দ্রুত সম্ভব সমাধান হওয়া দরকার। না হলে, আগামীদিনে ঝামেলার মধ্যে পড়ে কোনও রোগীর প্রাণও চলে যেতে পারে।

কাঁথি ৩ ব্লকের দুরমুঠে সিনিয়র বিভাগে মহিলা কাবাডি প্রতিযোগিতা। নিজস্ব চিত্র

বুঢ়া বাবা'র পুজো ও গাজন মেলা

সমীর মাহাত, ঝাড়গ্রাম

লোক সংস্কৃতির রোমহর্ষক আচারে জঙ্গলমহল জুড়ে পালিত হচ্ছে বুঢ়া বাবা'র পুজো ও গাজন মেলা। এটা তথাকথিত শিব পুজো নয়, লোক সংস্কৃতির আদলে শিবজ্ঞানে 'বুঢ়া বাবা'র পুজো ও গাজন মেলা। এই গাজনের ঢাকের বুলি সামনের পঞ্চায়েতের দামামাকে তলানিতে ফেলে দিয়েছে। লেখক সুমন গুপ্ত তাঁর বিশেষ রচনায় 'জাগ্রত শৈবতীর্থ শ্রীসোমনাথ'-এর দাবি করেছেন, প্রধানত অনার্য দেবতা হলেও নানা পুরাণে শিব বৈদিক দেবতা রূপে মান্যতা পেয়েছেন। তাঁর এই উক্তির যথার্থতা মেলে এই লোক গাজনে। গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো কিছু আচার পরম্পরায় পালিত হয়ে আসছে এই অনুষ্ঠান। তার মধ্যে রয়েছে রঁজনি ফোঁড়া (এ ক্ষেত্রে উপাসকের দুই বাহুতে মোটা সুঁচ গেঁথে সরু দড়ি পরানো হয়)। 'জিভ ফোঁড়া' (লোহার শিক এ পার-ও পার গেঁথে দেওয়া হয়)। 'ভগতা' ও 'পাটভগতা' (এক্ষেত্রে উপাসকদের পিঠে লোহার বাঁকানো ফলা গেঁথে শূন্যে ঘোরানো হয় বা মন্দির প্রাঙ্গণে ফলার সঙ্গে মই বেঁধে লাঙল চালানোর মতো তাদের ছোটানো হয়। সব কটি ক্ষেত্রে মাংস ছিঁড়ে দড়ি ও বাঁকানো ফলা না খসে পড়া পর্যন্ত চলে ঢাক-সানাইয়ের বাজনা ও নাচ। রাজনৈতিক দলাদলি ভুলে এই গাজনে গ্রামবাসীরা মিলে মিশে একাকার। ঝাড়গ্রাম জেলার অধিকাংশ গ্রামে বুঢ়া বাবার (শিব) থান ও মন্দির রয়েছে। এক-একটি গ্রামের গাজনের দিন নির্ঘন্ট আছে। একই দিনে এলাকার একাধিক গ্রামে গাজন হয় না। ঝাড়গ্রামের মুড়াবনি, দামোদর পুর, শিরসি গ্রামের গাজন ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। নয়াগ্রামের বিখ্যাত মহকুমারের গাজনও সম্পন্ন হয়েছে। এলাকার প্রাচীন ও বিখ্যাত সাঁকরাইলের বড়দার গাজন হয় বৈশাখের শেষে। এটিই শেষ গাজন। শিবের এই পুজার্চনায় এত রক্তারক্তি, নিষ্ঠুর লোকাচার কেন! আদিবাসী কুড়মি সমাজের অন্যতম কর্মী তথা শিক্ষক তরুণ মাহাতো বলেন, বীরত্ব প্রকাশে এই লোকাচার মানা হয়। বুঢ়াবাবা তথা শিব আরাধনায় এই মানতকারী উপাসকেরা যন্ত্রণা সহ্যের মাধ্যমে কে কত বড় ভক্ত তার প্রমাণ রাখেন। গনগনে আগুনের উপর হেঁটে পার হন উপাসকেরা। এখানে জাদু বা ছলনার কোন স্থান নেই। একনিষ্ঠ ভক্ত ছাড়া সবাই এ সব পারেন না।

গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ সোমবার সকালে পারিবারিক অশান্তির জেরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে এগরা থানার কুলটিকরী গ্রামে। মৃতের নাম শচীন সাহু (১৮)। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন ভোরে বাড়ি থেকে সামান্য দূরে পরিত্যক্ত জঙ্গলের মধ্যে গলায় কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে গাছে ঝুলে পড়ে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, পারিবারিক কলহের জেরে আত্মঘাতী হয়েছে এই যুবক।